দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUL 2009
পৃষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষানীতি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত নূতন শিক্ষানীতি কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর খসড়া প্রণয়ন করিয়াছে। খসড়াটি চূড়ান্ত পূর্বক আগামী মাসেই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, নূতন শিক্ষানীতিতে একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন ২০০৩-এর প্রতিবেদনেও এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পাইয়াছিল। মূলত এক দশক বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর শিক্ষানীতি ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়ন করা উচিত। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। সরকারের পরিবর্তনে ঘন ঘন শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হইতে থাকিলে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একটি স্থায়ী কমিশনের উপর বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এরূপ স্থায়ী শিক্ষা কমিশন শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের পাশাপাশি শিক্ষানীতি বাস্তবায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে। ইহাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরামর্শক হিসাবে মানিয়া নিতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষানুরাগী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ ইহার সদস্য হইবেন। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হইল, স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত নয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কমিশনের সুপারিশ বা নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় নাই। ইহা জাতি হিসাবে আমাদের চরম ব্যর্থতারই শামিল। আবার অন্যভাবে বলা যায়, সঠিক শিক্ষানীতির অভাবেই আমাদের মধ্যে নানা ধরনের বিভাজন রেখা আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। আমরা কখনও জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া বিশেষ বিশেষ সময়েও ঐকমত্য ও সমঝোতায় পৌঁছাইতে পারিতেছি না। একক মৌলিক শিক্ষা পদ্ধতির দৈন্যদশায় মানব সম্পদের সুষম উন্নয়নও ব্যাহত হইতেছে মারাত্মকভাবে। বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কিভাবে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায়, সেদিকেই অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে।

আমাদের সাধারণ শিক্ষাধারার বাহিরে মাদ্রাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তুলনামূলকভাবে প্রবলতর। মাদ্রাসা শিক্ষারও প্রধান দুইটি ধারা বিদ্যমান—আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসা সাধারণ শিক্ষার মানসম্পন্ন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল একেবারেই সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। সরকারের সঠিক নজরদারি না থাকিলে যাহা হয় এই শেষ দুই শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহাই হইয়াছে এবং সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে। কওমি মাদ্রাসা অতি প্রাচীনপন্থী, অবৈতনিক, অদ্ভুত, অনুন্নত ও কেবল ধর্মীয় সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আধুনিক ও মানসম্পন্ন হইলেও অতি বাণিজ্যনির্ভর ও কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি রক্ষার পরিপন্থী। আমরা অধিক হারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও উন্নয়নের পক্ষপাতি। কিন্তু প্রধান দাবি হইল, শিক্ষাকে সেবা হিসাবেই দেখিতে হইবে, বাণিজ্য হিসাবে নয়। শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত না হইলে সঠিক গণতান্ত্রিক বিকাশ ব্যাহত হইবে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অভিযোগ এন্তার। আমরা সব স্কুলের বিরুদ্ধে ঢালাও মন্তব্য করিতে চাহি না। বেশকিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হইতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রী দেশে-বিদেশে সুনামের সহিত কর্মজীবন পরিচালনা করিতেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাহারও কাহারও পদচারণা ঈর্ষণীয়। তাহাদের কেহ কেহ বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু স্কুলগুলিতে বেতন ও বিভিন্ন ফি বাবদ এত অর্থ আদায় করা হয় যে, তাহা অধিকাংশ অভিভাবকের জন্য অতি কষ্টকর। কোন কোন স্কুলে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বল্গাহীন। অথচ সেখানে শিক্ষকদের চাকরির নাই কোন নিরাপত্তা। আমরা মনে করি, নূতন শিক্ষানীতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাহাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিও সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই নিয়ন্ত্রণ মানে হয়রানি বা শিক্ষাদানে বাধা প্রদান নয়। ইহাছাড়া অধিকাংশ স্কুলে ভারতীয় ইংরেজি বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত এমন অভিযোগও উত্থাপন করা হইয়া থাকে। অতএব পরীক্ষা পদ্ধতি যাহারাই নিয়ন্ত্রণ করুক, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জাতীয় পাঠ্যসূচির সমন্বয় থাকিতে হইবে এবং ইচ্ছামত বেতন বৃদ্ধি বন্ধে সরকারি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।